বাঁকা কথা

আমাদের সরস্বতী পূজা

স্বরাজ চক্রবর্ত্তী

ছোটবেলায় একটা ধারনা ছিল যে পূজার মরশুম চালু হয় বিশ্বকর্মা পূজা দিয়ে এবং শেষ হয় সরস্বতী পূজার মধ্য দিয়ে। কিন্তু বয়স যতই বাড়তে লাগল তার সাথে আনন্দের পরিভাষাও পাল্টাতে লাগল, আর পাল্টে গেল ওই মরশুমের ধারনাটা। এখন সারাবছরই আনন্দের মরশুম, হয় পূজা নয় আই পি এল, নয় ভোট, আর কিছু না পেলে হঠাৎ পিকনিক বা একসাথে সুরাপানতো আছেই। আর একটা পরিবর্তন তো বলাই হল না যেটা কিনা আবার আমূল পরিবর্তনও বটে। সরস্বতী নাকি পড়াশুনার লবি ছেড়ে দিয়ে প্রেমের লবিতে গিয়ে সিংহাসন দখল করেছেন। তবে এ কৃতিত্ব কোনভাবেই দেবীর নয়। এই কৃতিত্ব পুরোটাই আমাদের ছেলে মেয়েদের। তারাই বাগদেবীকে প্রনয়ের দেবীতে প্রমোশন দিয়েছেন।

যাক আমরা আজকের এমন এক বাগদেবীর বাধ্য ছেলের কথা জানব যে কিনা মায়ের এই দুই রূপের ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতেই পারছে না। হঠাৎ সে স্কুলের বন্ধুদের মুখে জানতে পারল ভ্যালেন্টাইন ডে কথা। ক্লাস ফোরে তার কাছে পুরো ব্যাপারটা পরিস্কার না হওয়ার জন্য বন্ধুদের কাছে যথেষ্ট কথা শুনে সে ঠিক করল এর মর্ম সে নিজেই উদ্ধার করবে। সে দুম করে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে বসল, বাবা ভ্যালেন্টাইন ডে কি বাবা ? এতে কি করতে হয় বাবা ? বাবা সবে মাত্র কাজে থেকে ফিরেছেন, ট্রেনে বাসে গরমে ঘামে নাজেহাল অবস্থা, কেউ নাম ধরে ডাকলেও ঠিক সেই মূহূর্তে মনে হয় বাপ-মা তুলে কেউ খিস্তি দিচ্ছে। আর ছেলের মুখে এই কথা শোনামাত্র একখান বিরাসি সিক্কার চপেটাঘাত ছেলের পুরস্কার হিসাবে পাওনা হল। জবাব তো দূরে থাক বাড়িতে লাগল কুরুক্ষেত্র ও তার সাথে সমান তালে চলতে লাগল স্কুলের গুষ্টির শ্রাদ্ধ। অনেক পরে যখন কার্গিল শান্ত হল তখনও শাস্তি হিসাবে বহাল থাকল উপবাস। আমাদের ছোট্ট হিরো বুঝতেই পারল না কেন সে বার বার অপদস্থ হচ্ছে। তাহলে নিশ্চই কথাটা খুব বাজে। তার আর সাহস হল না কোন রকমের আর কোন এক্সপেরিমেন্ট করতে।

কিছুদিন পর আবার সে জানতে পারল বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে এর কথা। সরস্বতী পূজা নাকি বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে । এ আবার হয় নাকি । ওটা তো একটা বাজে কথা, একদিন উপবাস ও রাম ধোলাই খেতে হয়েছে যে কথার জন্য তার সাথে বিদ্যার দেবী সরস্বতীর কি আবার সম্পর্ক থাকতে পারে। কিন্তু এবার যে রহস্যটা না

উদঘাটন করলেই নয়। না আর রিস্ক নেওয়া যাবে না, এবার এমন কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে যে হবে সেফ অ্যান্ড সিকওর। পাড়ার ঘেঁচাদাকে জিজ্ঞাসা করলে কেমন হয়। ওনার তো অনেক জ্ঞান। পাড়ার কতইনা কচি মাথারা তার কাছে শিক্ষা নিতে যায়। বাবার বারন থাকলেও অমন গুরুদেবের পায়ের ছোঁয়া না নিলে ভারি অমঙ্গল হবে যে। তাই আমাদের হিরো বিশেষ শিক্ষার্থীর বেশে ঘেঁচাদার কাছে উপস্থিত হল।

ঘেঁচাদা সযত্নে উদাহরন দিয়ে প্রথমে ভ্যালেন্টাইন ডে ও পরে বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে ব্যাপারে বুঝিয়ে বললেন, এবং বললেন তুই যখন বড় হবি তখন আমি তোকে আরও জ্ঞানদেব। আমাদের হিরো জানতে পারল আসলে অঞ্জলিতে যা বলে তাতে একটু কম তথ্য দেওয়া আছে, সেখানে প্রকৃত যা থাকার কথা তার চেয়ে অনেক কম চাওয়া হয়েছে। ওখানে বিদ্যার কথা বলা হলেও প্রেমের তো কোন কথাই নেই। এতো ভারি অন্যায়। উপাসনার পদ্ধতি এক হবে আর উদ্দেশ্য আলাদা হবে তাকি কখনও হয় নাকি। ঘোর অন্যায় ঘোর অন্যায়। আমাদের হিরো ঠিক করল সে যখন বড় হবে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে। এবং বাগদেবীর পূজা সঠিক আচারে করবে যেখানে আরাধনায় কোন খামতি থাকবে না। বাঙালির ভ্যালেন্টাইন ডে যে সরস্বতী পুজার যে আরেক নাম তা সে অক্ষরে অক্ষরে প্রমান করবে।

আজ ২০১৩ সাল আমাদের হিরো যথেষ্টো বড় হয়েছে এবং পাড়ায় একটা পূজা করতে চলেছে। পূজার নাম আমাদের সরস্বতী পুজা। এই পুজাতে প্রতিমা থাকবে কিন্তু তার পূজা হবে না। পুজা হবে জ্যান্ত সরস্বতী দিয়ে। পাড়ার যত সুন্দরী মেয়ে আছে তারা তাদের পছন্দের আসন গ্রহন করতে পারবে। এ পূজাতে কোন পুরহিতের প্রয়োজন নাই, যে ছেলে যে মেয়েকে পছন্দ করবে সে তাকে সমস্ত উপাচার মেনে পুজা করবে। দেবীর যদি পুজারী পছন্দ হয় তাহলে পুজারী পুজা শেষে প্রসাদ হিসাবে দেবীর সমস্ত মনস্কামনা পুরো করবার সুযোগ পাবে এবং হাঁস হয়ে দেবীর পায়ের কাছে থাকবে। কিন্তু দেবীর পূজা অথবা পুজারী পছন্দ না হলে সে পুজারীর পশ্চাতে লাথি মেরে অন্য কোন পুজারীকে বাছতে পারবেন। যেহেতু এটি দেবীর পূজা তাই পুজারীর থেকে দেবীই বেশি গুরত্ব পাবে। আর হ্যাঁ অভিভাবকদের কোন মতেই মন্ডপে ঢুকতে দেওয়া হবেনা। আরাধনায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। যারা সত্যিই দেবীকে তুষ্ট করতে চান তারা আগাম নাম নথিভুক্ত করাতে পারবেন।

আপনাদের আশির্বাদে আমাদের হিরোও নিশ্চই তার দেবীকে খুঁজে পাবে। আর আপনারা একটু ভাল করে খোঁজ নিয়ে দেখুন আপনার বাড়িতে সরস্বতী বা হাঁস কোন একটা আছে কিনা। যদি না থাকে আমাদের স্থির বিশ্বাস আসছে বছর অবশ্যই থাকবে। জয় মা দেবী সরস্বতীর জয়। আসছে বছর আবার হবে।

(সমাপ্তির শুরু)